বিডিআর বিদ্রোহ

সরকারি তদন্ত কমিটির সুপারিশমালা সম্পর্কে কিছু কথা

ভ্যানগার্ড প্রতিবেদন

বিডিআর বিদ্রোহ অবসানের পর তিন মাস চলে গেলেও এখনও তার কোনো সুরাহা হয়নি। বিদ্রোহ অবসানের পর পর সরকার সাবেক সচিব আনিসুজ্জামানের নেতৃত্বে যে তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল, সম্প্রতি তারা তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন। গত ২৭ মে এক সংবাদ সম্মেলনে সরকার তার পছন্দসই অংশ প্রকাশ করেছে। দেখা যাচ্ছে, তারাও এর কোনো কূল-কিনারা করতে পারেননি।

এ কমিটি গঠনের সময় সরকার বলেছিল, সাতদিনের মধ্যে তারা তাদের প্রতিবেদন জমা দেবেন, এর মাধ্যমে বিদ্রোহের মূল কারণ সম্পর্কে জানা যাবে। কিন্তু সাত দিনের জায়গায় তারা তিন দফা সময় বাড়িয়ে তিন মাস লাগিয়েছেন, তার পরও ঘটনা সম্পর্কে তেমন কিছুই বলতে পারেননি। তারা বরং সুপারিশ করেছেন, ওই বিদ্রোহের মূল কারণ খুঁজে বের করতে আরও তদন্ত প্রয়োজন। প্রশ্ন উঠেছে, এ কথা বলার জন্য তাদের তিন মাস সময় লাগলো কেন?

তাদের বরাত দিয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী যে বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে প্রচারমাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে জঙ্গি কানেকশনসহ নানা পিলে চমকানো খবর দিলেন সেগুলোরই বা কী হল? এ ব্যাপারে কমিটি নিরুত্তর রইলেও তারা সঠিকভাবেই বলেছেন, দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভই জওয়ানদেরকে বিদ্রোহের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তবে এর পরই তারা একটা 'কিন্তু' বসিয়েছেন। কিন্তুটা হল, তারা মনে করেন, শুধু ক্ষোভ-বিক্ষোভের কারণে এত বড় ঘটনা ঘটতে পারে না, এটা একটা মহাপরিকল্পনার অংশ। এ মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল দেশকে অস্থিতিশীল করা, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করা। কারা এর হোতা, এটা বের করার জন্যই তারা আরও তদন্তের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। এখন আরও তদন্ত হবে কি না জানি না। তবে মহাপরিকল্পনার কথা বলে বিদ্রোহের পর থেকেই নানা মহল থেকে যেসব 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' প্রচার করা হচ্ছিল তার পালেই হাওয়া দেওয়া হল।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "এ (জওয়ানদের) দাবিগুলোকে সামনে রেখে মূল কুশীলবগণ নেপথ্যে থেকে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বিপন্ন করার জন্য পরিকল্পনামাফিক কলকাঠি নেড়ে থাকতে পারে।" এ কুশীলবরা কারা হতে পারে? এ নিয়ে শাসকশ্রেণীর আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকেন্দ্রিক দুটো গোষ্ঠীর মাঝে পুরনো বিতর্ক আবারো চাড়া দিয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে বিএনপি'র সাবেক এক সাংসদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রতিবেদনে সরাসরি তার নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে, তিনি বিদ্রোহী জওয়ানদের পালিয়ে যেতে সহায়তা করেছেন। বিদ্রোহের সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে আওয়ামী লীগের এক স্থানীয় নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকাশিত প্রতিবেদনে তার নাম নেই। এ ঘটনা প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে।

কমিটির সুপারিশমালা সম্পর্কেও কথা উঠেছে, অনেকের কাছে এগুলো 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' বলে মনে হয়েছে। বিশেষ করে বিদ্রোহীদের বিচার, বিডিআর পুনর্গঠন এবং তথাকথিত 'জাতীয় সংকট মোকাবেলা কমিটি' গঠন সংক্রান্ত সুপারিশগুলো বেশ বিতর্কিত, একটি বিশেষ মহল থেকে এগুলো জাতিকে দিয়ে গেলানোর চেষ্টা চলছে। প্রশ্ন উঠেছে, এগুলোর প্রতিধ্বনি ঘটিয়ে এর সপক্ষে জনমত তৈরি করাই কি ওই কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল?

আমরা আগেও বলেছি, প্রধানমন্ত্রী নিজে বেতার-টিভি'র মাধ্যমে ভাষণ দিয়ে বিডিআর বিডিআর বিদ্রোহীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। সে ঘোষণা প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু ইতোমধ্যে সারাদেশে প্রায় চার হাজার জওয়ানকে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। এটা একটা রাষ্ট্রীয় প্রতারণা। এর ফল শুভ হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় এ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় সকল প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সেনাকর্মকর্তা হত্যার সাথে সাধারণ বিদ্রোহী জওয়ানদের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা একটা বিশেষ গোষ্ঠীর অপকর্ম। এর সাথে জড়িত ৩০/৪০ জন বিডিআর জওয়ান। এদেরকে প্রচলিত ফৌজদারি আইনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু, তা করতে গিয়ে হাজার হাজার বিডিআর জওয়ান ও তাদের পরিবারের জীবন বিপন্ন করার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। অনেক খ্যাতনামা আইনজীবী বলেছেন, সরকার যদি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে চায় এবং ওদের ইন্ধনদাতাদের চিহ্নিত করতে চায়, তাহলে ওই বিচার হতে হবে প্রচলিত আইনে এবং উন্মুক্ত আদালতে। সেনা আইনে বিচার হলে যা কোনোমতেই সম্ভব হবে না। তাছাড়া বিদ্যমান সেনা আইন বিডিআর জওয়ানদের জন্য প্রযোজ্যও নয়। একটি বিশেষ মহলের কাছে নতি স্বীকার করে সরকার যদি দ্রুত বিচারের কথা বলে সেনা আইনে বিচারের উদ্যোগ নেয় তাহলে তা হবে গণতন্ত্রের জন্য এক অশনি সংকেত।

তাছাড়া কেউ যদি এ বিচারের বৈধতা নিয়ে উচ্চ আদালতে রিট করে তাহলেও তা ঝুলে যেতে পারে। তাই, যথাযথ প্রক্রিয়ায় ওই বিচার হওয়াটাই গণতন্ত্রসম্মত।

বিডিআর পুনর্গঠনের বিষয়েও আমাদের মত স্পষ্ট। ঔপনিবেশিক কমান্ড কাঠামো দিয়ে স্বাধীন দেশের কোনো বাহিনী চলতে পারে না। গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির দিক থেকেও তা কাম্য নয়। তাই আজকে সময়ের দাবি, শুধু বিডিআর নয় সকল বাহিনীতেই গণতান্ত্রিক কমান্ড কাঠামো এবং জওয়ানদের মতামত প্রকাশের উপযুক্ত একটা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা খুব জরুরি। কিন্তু তা না করে বিডিআর পুনর্গঠনের নামে তার নাম বদল, পোশাক বদলসহ ইত্যাদি তথাকথিত সংস্কার বিদ্যমান সংকটকে আরও জটিল করে তুলবে।

তদন্ত কমিটি "বিভিন্ন জাতীয় সংকট মোকাবেলার জন্য অবিলম্বে সর্বোচ্চ পর্যায়ে একটি স্থায়ী 'জাতীয় সংকট মোকাবেলা কমিটি' গঠন" করার যে সুপারিশ করেছে এ ব্যাপারেও আমরা উদ্বিগ্ন। আমরা জানি না, বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে 'জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল' নামে যে সংস্থা গঠনের পাঁয়তারা চলেছিল, এ কমিটি তারই নতুন সংস্করণ কি না। আমরা মনে করি সরাসরি জনগণের কাছে জবাবদিহিতাহীন কোনো সংস্থা গণতন্ত্র অনুমোদন করে না। প্রস্তাবিত কমিটি যদি এ ধরনেরই একটা সংস্থা হয় তাহলে তা গণতান্ত্রিক কোনো শক্তিরই সমর্থন পেতে পারে না।

এটা এখন অস্বীকার করার কোনো জো নেই যে বিডিআর বিদ্রোহ ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত কিন্তু অনিবার্য ঘটনা। তদন্ত প্রতিবেদনেই এসেছে ঘটনা ঘটার অন্তত ৩/৪ দিন আগেই বিডিআরের সাবেক ডিজিসহ সরকারি দলের কোনো কোনো এমপি জওয়ানদের ক্ষোভের কথা জানতেন। কিন্তু সে-ক্ষোভ প্রশমনের কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এর দায় সরকার ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এড়াতে পারেন না। তারপরও বিদ্রোহ দমনে আলোচনার পথ বেছে নিয়ে সরকার সঠিক কাজ করেছে বলে আমরা মনে করি। এখন বিডিআর পুনর্গঠন ও সেনা কর্মকর্তা হত্যাকাণ্ডের বিচার করার ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি অক্ষুণ্ণ রাখা প্রয়োজনীয়। বিশেষ কোনো মহলকে খুশি করতে গিয়ে এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত হবে না যা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে বিপন্ন করতে পারে।